MAR. 05 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আবদুল মজিদ মুন্সী

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সন্ত্রাসীদের নানা রূপ-১

'শান্তির অন্বেষা না মারণাস্ত্র ব্যবসা'- শিরোনামে জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর একটি লেখা গত ২১ জানুয়ারি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখাটির প্রথমভাগে আজ থেকে আড়াইশ' বছর আগে ইংল্যান্ডের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক কেরানি ক্লাইভ চাকরি নিয়ে ভারত উপমহাদেশে আসার কথা বয়ান করা হয়েছে। কেরানি ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা দখল করার কথা পরোক্ষভাবে প্রশংসার সহিত বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মীরজাফর, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফদের বিশ্বাসঘাতকতা তথা স্বাধীন মুসলিম সাম্রাজ্যকে পরাধীন করার পটভূমি সম্পর্কে সামান্য একটি কথা না বলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারকে পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস দমনের জন্য খালেদা-নিজামী সরকারকে চৌধুরী সাহেব উপদেশ দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। ক্লাইবের শঠতা, চক্রান্ত, মারণাস্ত্রে ব্যবহার এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের পক্ষে তালুকদারি, জমিদারি প্রথা প্রবর্তন এবং একই সময়ে মুসলিম ঐতিহ্য, সংস্কৃতি দাফন করার কলাকৌশল প্রসঙ্গে কিছুটা বক্তব্য জনাব চৌধুরীর লেখায় থাকলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ হয়তোবা কিছুটা খুশি হতো।

১৯৭২ সাল থেকে '৭৫ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সাম্যবাদী দল, সর্বহারা পার্টি এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তিরিশ হাজার কর্মী-নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। সিরাজ শিকদার একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। একনায়কতন্ত্র, একদলীয় শাসন, শোষণ, সন্ত্রাসের প্রতিবাদ, হরতালে বাধা সৃষ্টি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখার প্রেক্ষাপটে সিরাজ শিকদারকে প্রাণ দিতে হয়েছে। নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করার আগে শেখ মুজিব এবং সিরাজ শিকদারের মধ্যে কিছুটা কথার কাটাকাটি হয়েছিল বলে অনেকেই লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বন্দি বিপ্লবী সিরাজ শিকদারকে বঙ্গবন্ধু কৌতুক করে বলেছিলেন, কেমন আছিস? তোর মতো মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার কেমন করে খুন-খারাবির পথ বেছে নিয়েছিস? বঙ্গবন্ধুর এই শ্লেষাত্মক কথায় সিরাজ শিকদার গর্জে ওঠেন। সিরাজ শিকদার তীব্র প্রতিবাদের ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আপনি একটি রাজনৈতিক সংগঠন আওয়ামী লীগের সভাপতি, আমিও একটি রাজনৈতিক দল সর্বহারা পার্টির সভাপতি। অতএব সম্মান দেখিয়ে কথা বলবেন। বঙ্গবন্ধু সিরাজ শিকদারের কথায় পাল্টাপাল্টি প্রচণ্ড গর্জে ওঠেন। অতঃপর রক্ষীবাহিনী ও পুলিশ ওই রাতেই সিরাজ শিকদারকে গুলি করে হত্যা করে। বিনাবিচারে একজন রাষ্ট্রনায়ক একটি স্বাধীন দেশের একজন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার এমন পৈশাচিক অস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছাড়া অন্য কোথাও উদাহরণ পাওয়া কঠিন। ফলে বঙ্গবন্ধুর দশা যা হওয়ার তাই হয়েছে। একটি সামরিক বিপ্লব, এর পেছনে ইহুদি সন্তান হেনরি কিশিঞ্জার এবং ইন্দীরা গান্ধীর সমর্থন বা নীরবতা, তো ইতিহাসেরই কথা। সে যাই হোক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সন্ত্রাস শব্দটি সৃষ্টিতে আওয়ামী লীগের সাফল্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সময়ই হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবতাদের মূর্তি ভাঙা শুরু হয়। পাঁচশ' বছরের পুরনো রমনা কালীমন্দির বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব।

গত ৭ জানুয়ারি গৌতম চক্রবর্তীর একটি লেখা ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের ভাষায় টাঙ্গাইলে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীর উৎসব মিছিলে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসবিরোধী কনভেনশন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে গৌতম চক্রবর্তী বলেছেন, শেখ হাসিনার মুখে সন্ত্রাসবিরোধী কথা শোভা পায় না। বিগত পাঁচটি বছর শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের সময় নিজেই সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয়ভাবে সন্ত্রাসকে পৃষ্ঠপোষকতা করার সময় হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ১৮ হাজারের অধিক লোককে হত্যা করা হয়েছে। প্রায় ১৪, হাজার ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। খুনের মামলা অপ্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে অধিকাংশ লাশের ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ২৪ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সংগ্রহ করা বা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিল করা হয়নি। আসল খুনিদের রক্ষা করার জন্য খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাসের আকার, প্রকার, স্থান পরিবর্তন করে আইন ও বিধিবহির্ভূতভাবে পুলিশ প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাখিল করা হয়েছে। এভাবেই অস্ত্রধারী, পেশাদার খুনিরা অনায়াসে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ থেকে বেকসুর খালাস পাওয়ার দরজা সরকারিভাবে উন্মুক্ত করা হয়েছে। মৃত্যুদণ্ডযোগ্য ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডযোগ্য অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্তকার্য পরিচালনাকালীন সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার কর্তৃক তদন্তকার্য আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার দায়-দায়িত্ব বহন করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সময় পুলিশ সুপাররা মামলার সুপারভিশন যথাযথ পুলিশ রেগুলেশন অনুসারে শতকরা ৭০/৮০ ভাগ মামলায় করেননি। বিলম্বে সাক্ষীদের জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন ৪৮ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর গ্রহণ করা দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারার অপরাধ বটে। দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারার ইংরেজি ভাষা-

Whoever being a public servant knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending to cause, or knowing it to be likely that he will, by such disobedience, cause injury to any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine or with both.

ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৯৫ ধারার তফসিল বর্ণিত অপরাধগুলোর মধ্যে ১৬৬ ধারার অপরাধ উল্লেখ না থাকলেও দুর্নীতি দমন আইনের তফসিলে ১৬৬ ধারাটি লিপিবদ্ধ আছে। বিধিবহির্ভূত, আইনবহির্ভূতভাবে সরকারি কাগজ বা, পাবলিক ডকুমেন্ট সৃষ্টি করার ব্যাপারটি ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের বরাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার দায়-দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে মেজিস্ট্রেটের ওপর রক্ষিত আছে বলে আইন পর্যালোচনায় দেখা যায়। বাংলাদেশের কোন ম্যাজিস্ট্রেট, তদন্তকারী পুলিশ অফিসার বা পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১৬৬ ধারা বা অপরাধ গোপন রাখার কারণে বা অপরাধ বিলুপ্তকরণে বা অপরাধ বিলুপ্ত করার অপরাধে কোন কার্যক্রম আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন গ্রহণ করেছে বলে ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। সংবিধান পরিপন্থী রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিঘ্ন করা সরকারের অদক্ষতার পরিচয় বহন করে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর হাজার হাজার খুন, ধর্ষণ মামলার কার্যবিবরণীতে ঝুলন্ত আমলযোগ্য অপরাধ প্রসঙ্গে আইনগত বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দ্রুতগতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা দেশবাসীর কাম্য। দেশবাসীর আরও কাম্য সন্ত্রাসী গডফাদারদের বিরুদ্ধে সংবিধান মোতাবেক আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা, ঘুমন্ত আমলযোগ্য অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে যেন কোন নির্দোষী লোক হয়রানির শিকার না হয় তৎসম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

(চলবে)

আবদুল মজিদ মুন্সী : অ্যাডভোকেট